64

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 06.APR 1996 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩ ......

ছাত্র ভর্তির নামে স্কুলের ব্যবসা

দেশের প্রায় সব এলাকার স্কুলেই বিশেষ করে এই ঢাকা শহরের একটু নামী-দামী স্কুলগুলোতে ছেলেমেয়েদের ভর্তির ব্যাপারে স্কুল কর্তৃপক্ষের এক ধরনের ব্যবসায়ী মনমানসিকতা লক্ষ্য করা যায়।

সম্প্রতি ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতিতে দিকটা বিচার করলে সহজে ব্যাপারটি ধরা পড়বে।

এক, তৃতীয় শ্রেণীতে মাত্র ১৪০ জন ছাত্র ভর্তি করা হবে। কিন্তু ভর্তি ফরম বিক্রি করা হলো ৭৪০ কপি। প্রতি কপি ১২৫ টাকা হারে যার মূল্য দাঁড়ায় ৯২,৫০০ টাকা অর্থাৎ প্রায় লক্ষ টাকা।

দুই, নির্ধারিত দিনে লিখিত পরীক্ষায় ভালো করার জন্য কোচিং বাবত স্কুলের শিক্ষকদের মোটা একটা বাড়তি আয় থাকবেই। অতঃপর ৭৪০ জনের মধ্যে টিকিয়ে রাখা হয় ২৪৩ জনকে। সেখানে ভর্তি করা হবে মাত্র ১৪০ জন সে ক্ষেত্রে ৭৪০টি ভর্তি ফরম বিক্রি করা, ২৪৩ জন ছাত্রকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করে নানা অজুহাতে ১০৩ জন ছাত্রকে বাদ দেয়া স্কুলের মৌসুমী ব্যবসা বলা চলে। হাজার ফরম ছাড়লেও লাভ ছাড়া ক্ষতি ছিল না। ভাবতেই অবাক লাগে।

তিন, এখানেই শেষ নয়। সর্বশেষে যোগ্য ছাত্র যাচাই বাছাই করা হয় ডাক্তারী ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে। এখানেই থাকে যত সব শুভঙ্করের ফাঁক। লিখিত পরীক্ষায় পাস করা ২৪৩ জনের মধ্যে ১০৩ জনকে বাদ দেয়া কোন কঠিন ব্যাপার নয়। চিহ্ন দেখে কাজ করলে অঙ্ক মিলবেই।

চার, ডাক্তারী পরীক্ষায় ফলাফলের তালিকায় নানা ধরনের সাংকেতিক চিহ্ন অধিকাংশ ছাত্রের নামের পাশে বসে যায়; যথা, OH, E) যার অর্থ অতিরিক্ত উচ্চতা, চোখের দোষ ইত্যাদি বিশেষণগুলি। ওই তালিকাটি চলে যায় মৌখিক পরীক্ষা বোর্ডের সামনে। শুরু হয়ে যায় মৌখিক পরীক্ষার এক অভিনব পালা।

পাঁচ, লিখিত পরীক্ষায় ভালো করলেও বিশেষণপ্রাপ্ত ছেলেরা বাদ পড়ে যায় কেন এ রহস্য তাদের কাছে অজানাই থেকে যায়। অপরাধী জানল না কী তার অপরাধ অথচ তার শাস্তি হয়ে গেল। কিন্তু এইসব বিশেষণের হাত থেকে রক্ষা পাবার কলাকৌশল জানতে হয় অভিভাবকদের। তা না হলেই যত সমস্যা। তাছাড়া সবাই সব কাজ পারে না।

এ ব্যাপারে সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। শিক্ষাঙ্গনে এ ধরনের ব্যবসায়ী কর্মকান্ড সত্যি দুঃখজনক। জাতীয় স্বার্থে এখনই এর অবসান একান্ত প্রয়োজন।

জনৈক অভিভাবক, ঢাকা।